যুগান্তর

তারিখ: 5 JUN ২০১০
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৪

এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা আগের মতোই অনুষ্ঠিত হবে

অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক উন্নীত হবে ধাপে ধাপে

মুসতাক আহমদ

নতুন শিক্ষানীতিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হলেও এসএসসি পরীক্ষা হবে দশম শ্রেণী শেষেই। আর দ্বাদশ শ্রেণী শেষে যথারীতি এইচএসসি পরীক্ষা। এ দুই স্তরের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার কারণেই পরীক্ষা দুটি আগের মতোই নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে বিদ্যমান দুটি মন্ত্রণালয় একীভূত হয়ে যাচ্ছে। তবে শিক্ষা নিয়ে মন্ত্রণালয় দুটিই থাকছে। নতুন সৃষ্টি হবে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার তার দফতরে আলাপকালে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর করা হলেও দশম শ্রেণী শেষে এসএসসি ও দ্বাদশ শ্রেণী থেকে এইচএসসি পরীক্ষা আগের মতোই অনুষ্ঠিত হবে। কেননা, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড এটাই। তবে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক স্তর উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা 'জেএসসি' এবং পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষাকে 'প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট' বা 'পিএসসি' নাম থাকবে। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার স্তর পরিবর্তনের পর কি নামকরণ হবে, তা পরে জানানো হবে। এ নিয়ে এখন অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষানীতির প্রথম প্রস্তাবনা অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণীতে মাধ্যমিক উন্নীত করার সঙ্গে ওই শ্রেণীতে 'এসএসসি পরীক্ষা' নেয়ারও সুপারিশ করা হয়। এছাড়া দশম শ্রেণী শেষের পরীক্ষাটিকে দশম শ্রেণী সমাপনী, অষ্টম শ্রেণী শেষের পরীক্ষাকে 'প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট' ও পঞ্চম শ্রেণী শেষের পরীক্ষাকে 'পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী' পরীক্ষার বিষয়টি রয়েছে। গত সোমবার মন্ত্রিসভায় শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার পর অভিভাবকদের মধ্যে এ পরীক্ষাগুলো নিয়েই নানা বিশ্লেষণ চলছে। অনেকেই যুগান্তরে ফোন করে বিষয়টি জানতে চান। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, শিক্ষানীতি একসঙ্গে বাস্তবায়ন করা হবে না। রাতারাতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধাপে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আগামী বছরই যে প্রাথমিক স্তর ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হবে বা হবে না, তা বলা যায় না। তবে আগামী বছর এটা পাইলটিং হবে তা নিশ্চিত। তিনি বলেন, অষ্টম শ্রেণীতে যখন প্রাথমিক স্তর উন্নীত হবে, তখন ওই পরীক্ষার নাম কি হবে কিংবা পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষার নামই বা কি হবে তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে পরে ঠিক করা হবে। বর্তমানে পরীক্ষা যেভাবে আছে, সেভাবেই চলবে। এ সময় তিনি বলেন, সামগ্রিক ব্যাপারে শিক্ষানীতি ভালো হয়েছে। এখন এটা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করতে হবে। মন্ত্রী জানান, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পথে প্রথমেই সরকার স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। এছাড়া অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে জাতীয় শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন, একাদশ শ্রেণীতে বিনা মূল্যে বই প্রদান, রেজিস্ট্রেশনবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে। শিক্ষামন্ত্রী আলোচনাকালে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠনের বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, বিষয়টি শিক্ষানীতিতে রয়েছে। সুতরাং বাস্তবায়নের পথে অনেক জায়গা রয়েছে। তাই হুট করে কোন কিছু বলা বা করা সম্ভব নয়।